কালের কণ্ঠ

তারিখ 12 AUG 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ফেসবুকের সুফল ও কুফল

জেএসসিতে অংশ নেবে আদুরী ও জোসনা

শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি ▷

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার খুকনি ইউনিয়নের রূপসী গ্রামের হুল পাকরাসি ইনস্টিটিউট অ্যান্ড কলেজের দুই ছাত্রী আদুরী ও জোসনা। অর্থাভাবে তারা জেএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে পারেনি।

এ বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে একটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি বিষয়টি নজরে আসে শাহজাদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আলীমুন রাজীবের। গত বৃহস্পতিবার তিনি ওই দুই স্কুলছাত্রীর বাড়ি গিয়ে তাদের লেখাপড়ার খোঁজখবর নেন এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে ব্যক্তিগত তহবিল থেকে আদুরী ও জোসনার ফরম পুরণের ব্যবস্থা করেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার এমন সহযোগিতায় আদুরী ও জোসনা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে। তারা ইউএনওর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। রূপসী গ্রামের আদুরীর বাবা আলম হোসেন ও জোসনার বাবা মাসুদ রানাসহ এলাকাবাসীও ইউএনওর এ মহৎ উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে।

হুল পাকরাসি ইনস্টিটিউট অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. আলতাফ হোসেন বলেন, 'ইউএনওর মতো সমাজের বিত্তবানরা যদি গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে এসে দাঁড়ায় তাহলে অনেক মেধাবী আর গরিব ছেলে-মেয়ে শিক্ষাজীবন শেষ করতে পারবে। অর্থাভাবে লেখাপড়া থেকে ঝরে পড়বে না কেউ।'

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আলীমুন রাজীব বলেন, 'শহরে-গ্রামে দুই জায়গাতেই অনেক মা-বাবা টাকার অভাবে তাঁদের মেধাবী সন্তানদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার করতে পারেন না। এ অবস্থার উত্তরণের জন্য সমাজের সবার এগিয়ে আসা জরুরি।'

স্কুল পালিয়ে মানিকগঞ্জের ছাত্রী গফরগাঁওয়ে

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি ▷

ফেসবুকে দুজনার প্রেম। প্রেমিকের কথায় প্রেমিকা অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী স্কুল পালিয়ে সুদূর মানিকগঞ্জ থেকে চলে আসে ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে। কিন্তু প্রেমিকের দেখা নেই। শেষে খবর পেয়ে ছাত্রীটিকে হেফাজতে নেয় থানা পুলিশ। ঘটনাটি গত বৃহস্পতিবারের।

মেয়েটির বাড়ি মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার বালিয়া ঘোড়া ইউনিয়নে। স্থানীয় একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী সে। ফেসবুকে তার বন্ধুত্ব হয় গফরগাঁওয়ের মামুন নামের এক ছেলের সঙ্গে। পরে বন্ধুত্ব প্রেমে গড়ায়। দুজন দীর্ঘদিন ফেসবুক ও মোবাইল ফোনে প্রেমালাপ চালায়। একপর্যায়ে মামুন প্রেমিকাকে গফরগাঁও পৌর শহরের জামতলা মোড়ে আসতে বলে। বৃহস্পতিবার সে (প্রেমিকা) বই-খাতা নিয়ে বিদ্যালয়ে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়। কিন্তু সে বিদ্যালয়ে না গিয়ে সড়কপথে যাত্রা করে গফরগাঁওয়ের উদ্দেশে। জামতলা মোড়ে পৌঁছে সে সন্ধ্যা ৭টা থেকে মামুনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পরও মামুন আসেনি। স্থানীয় লোকজন বিষয়টি জানতে পেরে গফরগাঁও থানায় খবর দেয়। পুলিশ গিয়ে ছাত্রীটিকে থানা হেফাজতে নেয়। গতকাল শুক্রবার দুপুরে ছাত্রীর অভিভাবকরা মুচলেকা দিয়ে থানা থেকে তাকে নিয়ে যায়।

ছাত্রীর বাবা বলেন, 'অপরাধ আমাদের মেয়েও করেছে। তাই আমাদের কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ নাই।'

গফরগাঁও থানার ওসি এ কে এম মাহবুব আলম বলেন, 'ফেসবুকের নেতিবাচক প্রভাবে মেয়েটি স্কুল ফাঁকি দিয়ে গফরগাঁও চলে আসে। যথাসময়ে থানা হেফাজতে না নিলে মেয়েটি অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে পড়তে পারত।'